দৈনিক বাংলা ১৭।২।৮২

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী, প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও জ্ঞান-তাপস ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক গতকাল বুধবার ঢাকার পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ......রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ১৯০২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী (পরগনায় (ফটিকছড়ি) বখতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

গতকাল বাদ আসর মরহুম মুহম্মদ এনামুল হকের নামাজে জানাজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্টের শোক

প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার গতকাল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ডক্টর এনামুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে প্রেসিডেন্ট বলেন সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ডক্টর হকের মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি বলেন, 'তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন মহান সন্তানকে হারালো'

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

উদ্দীন, সৈয়দ আলী আহসানসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, ছাত্র, সংস্কৃতিসেবী ও গণ্যমান্য লোক যোগ দেন।

নিজ গ্রাম বখতপুরে পারিবারিক গোরস্তানে দাফনের জন্য মরহুম এনামুল হকের লাশ গত রাতেই চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে সর্বজনাব মুহম্মদ ইবনে এনাম, মাহমুদ ইবনে এনাম ও হামিদ ইবনে এনাম এবং চার মেয়ে উম্মে কুলসুম, উম্মে সালমা, উম্মে মোসলেমা ও উম্মে হাবিবাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তারা সবাই হাসপাতালে পিতার মৃত্যুশয্যা পাশে উপস্থিত ছিলেন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন পিতা মওলানা আমিনুল্লাহ ও মাতা ওয়াজেদুন্নেসার চতুর্থ সন্তান। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। ১৯২৬ সালে কলেজ ছাত্র থাকাকালীন রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ১৯২১ সালে স্কুলের ছাত্র হিসাবে বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এ সময় প্রথম একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

তিনি ১৯২৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বৃত্তি লাভ করেন। এর পর তিনি ১৯২৭ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ হতে আরবীতে অনার্স ও ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং 'জগত্তারিনী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। তৎকালীন বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় বৃত্তি নিয়ে তিনি আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে 'এ হিস্টোরি অব সুফিইজম ইন বেঙ্গল' শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করেন ও ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৩৭ সালে বাংলা শিক্ষা সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি জগন্নাথ কলেজ ঢাকা কলেজ ও খুলনার দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন।

জ্ঞান-তাপস ডঃ এনামুল হক ছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তান পাঠ্যবই বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান, বাংলা একাডেমীর প্রথম পরিচালক ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করার পর কর্মজীবন থেকে অবসর নেন।

ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রশাসনে দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৬২ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের 'সিতারায়ে-ইমতিয়াজ' খেতাব পান। কিন্তু ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সরকারের গণবিরোধী ভূমিকা, গণহত্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ডঃ এনামুল হক উক্ত পদক সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি ১৯৬৪ সালে গবেষণা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী অবদানের জন্য 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' ও ১৯৬৬ সালে জ্ঞান সাধনার স্বীকৃতি হিসাবে 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৮০ সালে তিনি বাংলা ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'একুশের পদক' ও ১৯৮১ সালে 'মুক্তধারা পুরস্কার' লাভের গৌরব অর্জন করেছেন।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'মুসলিম বাংলার সাহিত্য', 'আবাহন ও কর্ণধারা কাব্য', 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', 'চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ' 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' 'মনীষা মঞ্জুষা' ও 'ব্যাকরণের ভ্রমণ'।